দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 23 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

প্রসঙ্গ ভুয়া পরীক্ষার্থী

আজকাল পরীক্ষার হলেও ভুয়া-পরীক্ষার্থী বসতে শুরু করেছে। এযেন মামার বাড়ির আবদার। একজনের হয়ে অন্যজন পরীক্ষার হলে বসবে। পরীক্ষা দেবে। পাস করবে কিন্তু শিক্ষাজীবন শুরু করবে অন্যজন। সম্প্রতি দেশের দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় এই লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া পরীক্ষার্থী হিসেবে ধরা পড়েছে ১৯ জন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ধরা পড়েছে ৪ জন। এই ঘটনা প্রমাণ করে আমরা দিনে দিনে কতটা নীচে নেমে যাচ্ছি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯ জনের পক্ষে আরও ১৯ জন ভর্তি পরীক্ষায় নেমেছিল। একজন অন্যজনকে ফুটবল প্লেয়ারের মত ভাড়া করে নিয়ে এসেছে। পাতানো বড় ভাই ভালো ছাত্র। সে পরীক্ষা দিচ্ছিলো। পরীক্ষার খাতায় সে তার নিজের রোল নম্বর না লিখে পাতানো ছোট ভাইয়ের রোল নম্বর লিখেছিল। ছোট ভাই লিখেছিল বড় ভাইয়ের রোল নম্বর। অদল-বদল। আশার কথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ঘটনা ধরতে পেরেছেন। উভয়ের ভর্তি বাতিল করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটেছে একটু অন্যরকম ঘটনা। একজনের হয়ে অন্যজন ভর্তি পরীক্ষা দিয়েছে। আবেদনপত্রের হাতের লেখা এবং পরীক্ষার খাতার হাতের লেখা মিলাতে গিয়ে ধরা পড়েছে এই ঘটনা। জানা গেছে, এই অপরাধী ৪ জনকে কর্তৃপক্ষ পুলিশের নিকট সোপর্দ করেছেন।

এই গর্হিত অন্যায় কাজের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া প্রয়োজন। যে ছাত্র অথবা ছাত্রীটি অন্যকে পরীক্ষার হলে বসিয়ে তার মেধার জোরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায় তাকেও অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা দরকার। এই ধরনের অন্যায় কাজের সম্মিলিত প্রতিরোধ জরুরী হয়ে পড়েছে।

❑ নিজস্ব প্রতিনিধি